



(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর কিতাব “ফয়যানে রমযান”
হতে সংগৃহিত বিশেষ ঘটনাবলির তৃতীয় অংশ)

বিদায় মাহে রমযান

- 🕯️ “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করা জায্বিয়
- 🕯️ আমার জীবনের কি ভরসা
- 🕯️ রমযানের আগমনে মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত হার প্রমাণিত
- 🕯️ রমযান মাসের বিচ্ছেদে কেন কান্না করবে না।
- 🕯️ রমযানের বিরহে অন্তর ডুবে যাচ্ছে
- 🕯️ “আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর শরয়ী প্রমাণ কি?

শায়খে ভরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়ালে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আত্তার কাদেবী রযবী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

বিদায় মাহে রমযান

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।” (মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করা জায়য

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর মতো পঙতি সমূহ, যাতে কোন শরয়ী ভুল নাই, তা পাঠ করা ও শুনা মুবাহ ও জায়য, তবে এতে সাওয়াব অর্জনের জন্য ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত অর্জিত হবে।

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” সম্পর্কে ১২টি নিয়্যত

১. “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করার মাধ্যমে ওয়াজ ও নসীহত অর্জন করবো। ২. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসা, রমযানুল মোবারক মাসের মুহাব্বত অন্তরে বৃদ্ধি করবো। ৩. নেকীর প্রতি আছহ সৃষ্টি করবো। ৪. গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি করবো। (এই নিয়্যত ঐ অবস্থায় সঠিক হবে, যখন পাঠকৃত কালাম শরীয়াত সম্মত হবে এবং তাতে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ওয়াজ ও নসীহত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে) ৫. রমযানুল মোবারকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের মাগফিরাতের জন্য কখনো কখনো কান্নাকাটি করার চেষ্টা করতে থাকবো। (আহ! আহ! আহ! প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি বাণী এটাও: “বঞ্চিত সেই ব্যক্তি, যে রমযান মাস পেলো এবং তার ক্ষমা হলো না, যখন এর রমযানে ক্ষমা হলো না, তবে কখন হবে!”)

(মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৬২৭)

ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব! হামে তু বখশ দেয়,
নেকীওঁ কা আপনে পাল্লে কুচ নেহী সা'মান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

৬. এই নিয়্যতে “আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর ইজতিমায় অংশগ্রহণ করবো, যাতে নেকীর প্রেরণা অবশিষ্ট থাকে বরং আরো যেনো বৃদ্ধি পায়। (কেননা রমযানুল মোবারকে নেক লোকদের মাঝে নেকীর প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পায়) ৭. অনেকে খোদাভীতির কারণে গুনাহ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু আফসোস! রমযান শরীফ বিদায় নিতেই আমলহীনতা আবারো বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং নামাযীর সংখ্যাও কমে যায়, আহ! মসজিদ খালি খালি মনে হয়, এই কল্পনায় শুধু নিজে আমলহীনতা থেকে বাঁচার নিয়্যতে নয় বরং অপরের সম্পর্কে অন্তরে দুঃখ রেখে ভাবাবেগ সহকারে মাহে রমযানকে বিদায় দিয়ে নিজের মাঝে খোদাভীরুতা বৃদ্ধি করবো। ৮. আগামী বছর রমযান মাস নসীব হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকহারে নেকী করার নিয়্যত অন্তর্ভুক্ত করে কেঁদে কেঁদে এই বছরের রমযান মাসকে বিদায় দেবো। ৯. নেককার লোকদের সাথে সামঞ্জস্যতা করবো, কেননা পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى রমযানুল মোবারকের বিচ্ছেদে বিষন্ন হতেন। ১০. খোদাভীরুদের ইজতিমায় বরকত অর্জন করবো (الْحَسْبُ لِلَّهِ وَعَزَّوَجَلَّ) এরূপ মনমুগ্ধকর ইজতিমা দা'ওয়াতে ইসলামীতে দেখা যায়) ১১. ছন্দের আদলে করা দোয়ায় অংশগ্রহণ করবো,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

কেননা “আল ওয়াদা” এর অনেক পণ্ডতি আমলের সংশোধন, উত্তম পরিণতি এবং ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা সম্বলিত হয়। ১২. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এবং নেক আমলের ভালবাসায় কান্না করার চেষ্টা করবো, কেননা “আল ওয়াদা” পাঠকারী ও শ্রবণকারীর আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রমযানুল মোবারক মাসের ভালবাসায় সাধারণত কান্না করার সৌভাগ্য নসীব হয়। যারা নিয়্যতের জ্ঞান সম্পন্ন, তারা আরো নিয়্যত বৃদ্ধি করতে পারেন।

হায় আভার বদকার কাহিল, রেহ গেয়া ইয়ে ইবাদত সে গাফিল,
ইস সে খোশ হো কে হোনা রওয়ানা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের আগমানে মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ: **أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ** অর্থাৎ “রমযান মাস এসে গেছে, যা খুবই বরকতময়” এর আলোকে “মিরআত” ৩য় খন্ডের ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন: বরকতের অর্থ হচ্ছে বসে যাওয়া, জমে যাওয়া। এই জন্যই উটের গোয়ালঘরকে মোবারাকুল ইবিল বলা হয়, কেননা সেখানে উট বসে, বাঁধা হয়। এখন সেই অতিরিক্ত কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণ বৃদ্ধি) যা এসে ফিরে যায় না তাকে বারাকাত বলে, যেহেতু রমযান মাসে অনুভূতিশীল বরকতও রয়েছে এবং অদৃশ্য বরকতও রয়েছে, তাই এই মাসকে “মোবারক মাস”ও বলা হয়। রমযানে প্রাকৃতিকভাবে মুমিনদের রিযিকে বরকত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণ বা এর চেয়েও বেশি। এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, রমযানুল মোবারক মাসের আগমানে আনন্দিত হওয়া, একে অপরকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত (দ্বারা প্রমাণিত) এবং যার আগমনে আনন্দিত হওয়া উচিত তার বিদায়ে দুর্গখিতও হওয়া উচিত, দেখুন! বিয়ে শেষ হতেই (ভেঙ্গে যাওয়াতে) মহিলাদের শরয়ীভাবে দুঃখ আবশ্যিক, তাই অধিকাংশ মুসলমান জুমাতুল বিদাতে দুর্গখিত হয় এবং কান্না করে এবং খতিব সাহেবগণ এই দিনে কিছু বিদায় সূচক বাক্য (আল ওয়াদা মাহে রমযান সম্পর্কিত কিছু বাক্য) বলে, যেন মুসলমানরা অবশিষ্ট মুহর্তগুলোকে গণিমত মনে করে নেকীর কাজে আরো বেশি চেষ্টা করে। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

কোহে গম আশিকোঁ পর পড়া হে, হার কোয়ী খুন আব রো রাহা হে,
কেহ রাহা হে ইয়ে হার গম কা মারা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের বিরহে অন্তর ডুবে যাচ্ছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক মাসের মহত্ব সম্পর্কে কেইবা জানে না! এর আগমনে মুসলমানদের খুশির সীমা থাকে না, জীবনোপায়ও পরিবর্তন হয়ে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং ইবাদত ও তিলাওয়াতের স্বাদ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাছাড়া সেহেরী ও ইফতারেরও আপন আপন বাহার হয়ে থাকে! এই মোবারক মাসে অধিকহারে রহমতের বর্ষন হয়, মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনানো হয় এবং গুনাহগারদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে দুনিয়া জুড়ে অসংখ্য মসজিদে অগনিত আশিকানে রাসূল পুরো রমযানুল মোবারক মাসের আর হাজার হাজার আশিকানে রাসূল শেষ দশদিনের ইতিকাফ করে থাকে, ইতিকাফে তাদেরকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদেরকে নেকীর প্রতি উৎসাহিত এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা প্রদান করা হয়, খোদাভীরুতা এবং



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

ইশ্কে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অমিয় সুধা পান করানো হয়। মোটকথা ইতিকাফকারী এবং ইতিকাফকারী নয় এমন, সবাই রমযান মাসে বরকত অর্জন করে থাকে। রমযান মাসের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার সবারই আলাদা আলাদা পদ্ধতি হয়ে থাকে, বিদায়ের দিন নিকটবর্তী হতেই বিশেষকরে ইতিকাফকারী আশিকানে রমযানের অন্তর রমযানের বিরহে ডুবে যায়!

কলবে আশিক হে আ'ব পা'রা পা'রা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

কুলফতে হিজর ওয়া ফুরকত নে মা'রা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: পা'রা পা'রা- টুকরো টুকরো। কুলফতে- কষ্ট, বেদনা। হিজর ওয়া ফুরকত- বিচ্ছেদ।

অন্তরে এই বেদনা ছেয়ে যায় যে, আহ! সম্মানিত মাস অতিশীঘ্রই আমাদের থেকে বিদায় নেবে! আফসোস! মসজিদের এই মনমুগ্ধকর ও সুন্দর মাদানী পরিবেশ থেকে বের হয়ে আবারো আমরা দুনিয়ার ঝামেলায় ফেঁসে যাবো, আহ! অতিশীঘ্রই আমাদের উদাসীনতা ভরা বাজারে আবারো যেতে হবে, হায়! আমরা শীঘ্রই অতিশীঘ্রই ইতিকাহফের বরকত এবং রমযানুল মোবারকের রহমতপূর্ণ পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে যাবো! এমনি ভাবনায় আশিকানে রমযানের অন্তর রমযানের বিরহে ভরে যায়!

তেরে আ'নে সে দিল খোশ হুয়া থা, অউর যওকে ইবাদত বাড়া থা,

আহ! আ'ব দিল পে হে গম কা গালাবা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়

উদাসীনতায় অতিবাহিত করা রমযানের দিনগুলোর জন্য খুবই দুঃখ হয়, নিজের ইবাদতের মধ্যে অলসতা স্মরণ আসে, অন্তরে একটি ভীতিময় অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এমন যেনো না হয়, আমাদের অলসতার কারণে আমার প্রিয় প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো! আল্লাহ তায়ালা না পাওয়া রহমতের প্রতি দৃষ্টিও নিবন্ধ হয়ে যায়, ভয় এবং আশার মিশ্রিত অনুভূতি সৃষ্টি হয়,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

কখনো রহমতের আশায় অন্তরের মৃত কলিও প্রক্ষুণ্ণিত হয়ে উঠে এবং চেহারায়ে সতেজতার প্রভাব প্রকাশ পায়, আর কখনো খোদাভীতির আধিক্য হয়ে থাকে তখন অন্তর বিষাদে ডুবে যায়, চেহারায়ে উদাসী ভাব ছেয়ে যায় এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়।

কুচ না হুসনে আমল কর সাকা হৌঁ, নযর চন্দ আশক মে কর রাহা হৌঁ,
ব্যস এহি হে মেরা কুল আসাসা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: হুসনে আমল- নেকী সমূহ। আসাসা- পাথেয়।

আমার জীবনের কি ভরসা

আশিকানে রমযানকে এই অনুভূতি বিশেষভাবে তাড়িয়ে বেড়ায় যে, রমযানুল মোবারক যদিওবা আগামী বছর আবাবারো অবশ্যই ফিরে আসবে, কিন্তু জানিনা আমি জীবিত থাকবো কিনা!

জব গুয়ার জায়েঙ্গে মাহা গেয়ারা, তেরে আ'মদ কা ফির শোর হোগা,
কেয়া মেরী জীন্দেগী কা ভরোসা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পূর্ববর্তী লোকদের দোয়ায় সারা বছরই রমযানের স্মরণ থাকতো!

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: পূর্ববর্তী লোকেরা রমযানুল মোবারকের পূর্বে ছয় মাস রমযান শরীফকে পেতে এবং রমযানুল মোবারকের পর ছয় মাস রমযানের ইবাদতের কবুলিয়্যতের দোয়া করতেন।

(লাতাদ্দিফুল মা'আরিফ লি ইবনে রজব, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ঈদের পূর্ব রাতে আশিকানে রমযানের অনুভূতি

রমযানুল মোবারকের শেষ দিনে বা মুহর্তে রমযান মাসের ভালবাসায় অনেক আশিকে রমযান বিষন্ন হয়ে যায়, রমযানের বিরহে কান্না করে, রমযান মাস উদাসিনতায় অতিবাহিত করার দুঃখে অশ্রু প্রবাহিত করে, আর এটাও একটি খুবই উত্তম আমল এবং ভাল নিয়তে নিঃসন্দেহে সাওয়াবের অধিকারী। নিশ্চয় রমযানুল মোবারকে অসংখ্য গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, কিন্তু আমরা জানিনা যে, আমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে! নিঃসন্দেহে যে উদাসীন মুসলমান রমযান মাসে ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা অনেক বেশিই বঞ্চিত হয়েছে, যেমনটি প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী এমনও রয়েছে: اَرْثَاً رَغْمَ أَنْفِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَضَانَ ثُمَّ اسْلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ “সেই ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট রমযান এলো, অতঃপর তার ক্ষমা হওয়ার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো।” (তিরমিধী, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৫৬)

মে হয়! জি ছুরাতা হি রাহা রব কি ইবাদত সে,

গুযারা গাফলতোঁ মে সারা রামযাঁ ইয়া রাসূল্লাহ!

মে সু'তা রেহ গেয়া গাফলত কি চাদর খান কর আফসোস!

খোদারা! মে'রী বখশীশ কা হো সামা' ইয়া রাসূল্লাহ!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রমযানের বিরহের উৎসাহ

আজ (অর্থাৎ এই লিখা লেখার সময়) থেকে প্রায় ৬২৫ বছর পূর্বেকার মিসরী সূফী বুয়ুর্গ এবং মক্কায়ে মুকাররমার رَاكِعًا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا স্থানীয় মুবাল্লিগে ইসলাম, সায়িয়দুনা শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (ওফাত: ৮১০ হিজরী) বলেন: হে লোকেরা! তোমরা রমযান মাসের বিচ্ছেদে দুঃখিত হয়ে যাও! কেননা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

তা এমন একটি সময়, যাতে তোমরা রহমতের বর্ষণ এবং দোয়া কবুলের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকো। (আর রওয়াল ফায়িক, ৪০ পৃষ্ঠা)

জাঁ ফিদা তুঝ পে নানায়ে হাসানাইন! কলব হে গমযাদা অউর বে চেইন।
দিল পে সদমা বাড়া জা রাহা হে, হায়! তড়পা কে রমযাঁ চলা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রমযান মাসের বিচ্ছেদে কেন কান্না করবো না!

সায়্যিদুনা শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমার ভাইয়েরা! রমযান মাসের রোযা এবং রাতের কিয়ামের (অর্থাৎ রাতের ইবাদতের) প্রতি কেন আগ্রাহাঙ্কিত হবো না! ঐ মোবারক মাসের বিদায়ে কেনইবা হাতাশা প্রকাশ করবো না, যাতে বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সেই বরকতময় মাসের বিচ্ছেদে কেনইবা কান্না করবো না, যার বিদায়ে অধিক নেকী অর্জনের সুযোগও চলে যায়। (আর রওয়াল ফায়িক, ৪১ পৃষ্ঠা)

খুব রোতা হে তড়পতা হে গমে রমযান মে,

জু মুসলমাঁ কদরদান ও আশিকে রমযান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

জুমাতুল ওয়াদার বয়ানে প্রাণ দিয়ে দিলো (কাহিনী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত “হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ” কিতাবের ৬৯-৯৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনী আংশিক পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করা হচ্ছে: এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি রমযান মাসের ‘জুমাতুল ওয়াদা’র দিনে হযরত মনছুর বিন আন্নার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মাহফিলে উপস্থিত হলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রমযান শরীফের রোযার ফযীলত, রাতের ইবাদত এবং একনিষ্ঠতায় ইবাদতকারীদের জন্য যেসব প্রতিদান প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং এমন মনে হচ্ছিলো, যেনো তাঁর বয়ানের প্রভাবে কঠিন পাথর থেকেও আগুন বের হচ্ছিলো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শপথ! (এমন হতে পারে) কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন:

وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
مِنْهُ الْآنْهَارُ

(১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পাথর গুলোর মধ্যে তো কিছু এমনও আছে, যেগুলো থেকে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়।

কিন্তু তাঁর মাহফিলে কেউ নড়াচড়াও করলো না, কেউ নিজ গুনাহের জন্য দুঃখ প্রকাশও করলো না, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন এই অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন: হে লোকেরা! কেউ কি নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জেনেও কান্না করবে না? এটি কি তাওবা ও ইস্তিগফার করার মাস নয়? এটি কি ক্ষমা অর্জনের মাস নয়? এই মোবারক মাসে কি জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় না? এতে কি জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় না? এতে কি শয়তানকে বন্দি করা হয় না? এই রোযার মাসে কি নেয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ষন হয় না? এই বরকতময় মাসে কি আল্লাহ তায়ালা তাজল্লী (দয়ার দৃষ্টি) দেন না? এই মোবারক মাসে কি প্রতি রাতে ইফতারের সময় দশ লাখ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় না? তোমাদের কী হলো যে, এমন মহান সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে এবং বিরুদ্ধবাদীর ন্যায় অহংকার করছো (উদ্দেশ্য হলো যে, আমল করো না এবং গুনাহে লিপ্ত রয়েছো)। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

أَفْسَحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ

(পারা ২৮, সূরা ভূর, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে কি এটা যাদু? না তোমাদের বোধশক্তি নেই!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

(অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:) সবাই খোদায়ে গাফফার عَزَّ وَجَلَّ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবাই করো! তখন উপস্থিত সবাই উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করতে লাগলো, এমতাবস্থায় একজন যুবক কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলো এবং আরম্ভ করতে লাগলো: “হে আমার মুনিব! বলুন, আমার রোযা কি কবুল হয়েছে? আমার (রমযানের) রাতের কিয়াম (অর্থাৎ রাতের ইবাদত) কি কবুল হওয়া ইবাদতকারীদের সাথে লিপিবদ্ধ করা হবে? অথচ আমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছি, আমি তো আমার সারাটা জীবন অবাধ্যতায় নষ্ট করে দিয়েছি, আহ! আমি আযাবের দিন সম্পর্কে উদাসীন রয়েছি।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হে বৎস! আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবা করো, কেননা তিনি পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّئَن تَابَ

(পারা ১৬, সূরা তোয়াহা, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিঃসন্দেহে আমি অতীব ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করেছে।

তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ক্বারী সাহেবকে এই আয়াতে মোবারাকা পাঠ করার নির্দেশ দিলেন:

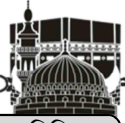
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

(পারা ২৫, সূরা গু'রা, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তিনিই, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ সমূহ মার্জনা করেন।

সেই যুবকটি শুনে জোরে একটি চিৎকার দিলো এবং বললো: “আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আমার নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অবাধ্যতা বৃদ্ধি করেই চলেছি এবং ভুলপথ থেকে ফিরে আসিনি। অতিবাহিত হওয়া সময়ের স্থলে কি আর কোন সময় পাওয়া যাবে, যাতে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা করে দিবেন?” অতঃপর সে পুনরায় চিৎকার দিলো এবং প্রাণ বিসর্জন করে দিলো। (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করলো) এই কাহিনীটি উদ্ধৃত করার পর কিতাবের প্রণেতা বলেন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

আমার ভাইয়েরা! মাহে রমযানের বিদায়ে কেন কান্না করবো না এবং ক্ষমা ও মার্জনার মাসের বিচ্ছেদে কেন আফসোস করবো না! এই মাসের বিচ্ছেদে কেন শোক প্রকাশ করবো না, যেই মাসে গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়! (আর রওযুল ফায়িক, ৪৫ পৃষ্ঠা)

কর রাহে হে তুঝ কো রো রো কর মুসলমাঁ আল ওয়াদাম
আহ! আ'ব তো চন্দ ষড়িওঁ কা ফকত মেহমান হে।
ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব! হামে তু বখশ দেয়,
নেকীয়োঁ কা আপনে পাঞ্জে কুছ নেহী সামান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ! صَلِّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ!

রমযান মাসের শেষ রাতে খোদভীতিতে ওফাত (কাহিনী)

রমযান মাস ইবাদত ও রিয়ায়তে অতিবাহিত করার পর শেষ রাতে ওফাত গ্রহণকারী একজন নেক বান্দীনের ঘটনা লক্ষ্য করুন এবং এ থেকে নিজের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল অব্বেষণ করুন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রমযানুল মোবারক মাসে আমার একজন বাঁদীর প্রয়োজন হলো, যে আমাকে খাবার প্রস্তুত করে দেবে, আমি বাজারে একজন দাসীকে দেখলাম, তার চেহারা হলদে, শরীর দুর্বল এবং চামড়া শুষ্ক ছিলো। আমি তার প্রতি করুণা অনুভব করে তাকে কিনে ঘরে আসলাম এবং বললাম: পাত্র নাও এবং রমযানুল মোবারকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে আমার সাথে বাজার চলো। তখন সে বলতে লাগলো: হে আমার মুনিব! আমি তো এমন লোকের নিকট ছিলাম, যার সারা জীবনই যেনো রমযান হতো! (অর্থাৎ ঐ লোক রমযানুল মোবারকের ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও অধিকহারে রাখতেন এবং দিনরাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন)। তার এই কথা শুনে আমি মনে করলাম যে, সে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দী হবে। مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ রমযানুল মোবারক মাসে সে সারা রাত ইবাদত করতে থাকলো এবং যখন শেষ রাত এলে আমি তাকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

বললাম: ঈদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে আমার সাথে বাজারে চলো। তখন সে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: হে আমার মুনিব! সাধারণ লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনবেন নাকি বিশেষ লোকদের? আমি তাকে বললাম: তোমার কথা ব্যাখ্যা করো! তখন সে বলতে লাগলো: “সাধারণ লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তো ঈদের প্রসিদ্ধ খাবার, আর বিশেষ লোকদের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া, নফলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা এবং তাঁর দরবারে বিনয় ও নশ্তা প্রদর্শন করা।” একথা শুনে আমি বললাম: আমার উদ্দেশ্য খাবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সে আবারো জিজ্ঞাসা করলো: কি খাবার? যা শরীরের খাবার নাকি অন্তরের? তখন আমি বললাম: তোমার কথার ব্যাখ্যা করো! তখন সে আমাকে বললো: “শরীরের খাবার তো খাদ্য ও পানীয় আর অন্তরের খাবার হলো গুনাহ ছেড়ে দেয়া এবং নিজের দোষ ত্রুটি দূর করা, মাহবুবের দীদারের স্বাদ উপভোগ করা আর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়াতে সন্তুষ্ট হওয়া, কিন্তু এই বিষয়গুলো অর্জন করতে বিনয়, পরহেয়গারীতা, অহঙ্কার দূর করা, মালিক ও মাওলা عَزَّ وَجَلَّ এর প্রতি প্রত্যাভর্তন এবং জাহির ও বাতিনে শুধুমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করা।” অতঃপর সেই বাঁদী নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো, সে প্রথম রাকাতে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করলো, এরপর সূরা আলে ইমরান শুরু করে দিলো, অতঃপর একটি সূরা শেষ করে আরেকটি সূরা শুরু করতেই থাকলো, এমনকি সূরা ইব্রাহিমের ১৭ নং আয়াতে পৌঁছে গেলো:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَ

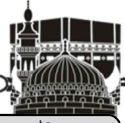
يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ

مَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ

عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতি কষ্টে তা থেকে (পূজের পানি) অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নীচে অবতারণ করানোর আশায় থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পেছনে কঠিন শাস্তি।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে এই আয়াতকে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো, এমনকি বেহুঁশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলো, যখন আমি তাকে নাড়া দিলাম তখন তার প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গিয়েছিলো। (আর রওযুল ফায়িক, ৪১ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ রাক্বুল ইযযতের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।
 أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দস্ত বসতা ইলতিযা হে হাম সে রাযী হো কে জা,
 বখশোয়ানা হাশর মে হ্যাঁ তু মাহে গুফরান হে।

আস সালাম এয় মাহে রমযাঁ তুবা পে হোঁ লাখো সালাম,
 হিজর মে আ'ব তেরা হার আশিক ছয়া বেজান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর শরযী প্রমাণ কি?

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর চরনগুলো পাঠ করা ও শুনা নিঃসন্দেহে অনেক উত্তম কাজ, এটি ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নাত নয় বরং শুধুমাত্র মুবাহ ও জায়য। আর মুবাহ কাজে (অর্থাৎ এমন কাজ যাতে না সাওয়াব না গুনাহ) যদি ভাল নিয়ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তবে তা মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়। সুতরাং “আল ওয়াদা মাহে রমযান”ও ভাল উদ্দেশ্য যেমন; গুনাহ ও উদাসীনতার প্রতি লজ্জিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে নেকীতে ভরা রমযান অতিবাহিত করার নিয়তে পাঠ করা ও শুনা সাওয়াবের কাজ। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “খুতবাতুল ওয়াদা” (অর্থাৎ বিদায় খুতবা) সম্পর্কে করা প্রশ্নের উত্তরে বলেন: তা (অর্থাৎ “আল ওয়াদা” এর খুতবা) নিজস্ব সত্ত্বায় মুবাহ, প্রত্যেক মুবাহ কাজ ভাল নিয়তের কারণে মুস্তাহাব হয়ে যায়। আর শরযীভাবে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হলে, তা মাকরুহ থেকে হারাম পর্যন্ত (যেমন; নারী পুরুষ একত্রিত হওয়া বা এতে অর্থাৎ “আল ওয়াদা”র খুতবাকে ওয়াজিব ও আবশ্যিক মনে করা অথবা মহিলারা আনন্দচিন্তে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এমনভাবে পাঠ করা যে, তাদের আওয়াজ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে কিংবা আল ওয়াদার চরণগুলো শরীয়াত বিরোধী হওয়া) হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) তবে “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করার বর্তমান পদ্ধতি নতুন হলেও শরয়ীভাবে কোন সমস্যা নেই। মনে রাখবেন! মুবাহ কাজ করা বা না করাতে ক্ষতি নাই। মুস্তফা জানে রহমত ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “হালাল হলো তা, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম হলো তা, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন আর যেগুলোর প্রতি নিরবতা প্রদর্শন করেছেন তা ক্ষমায়োগ্য।” (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৩২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ “যেগুলোর প্রতি নিরবতা প্রদর্শন করেছেন তা ক্ষমায়োগ্য” এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষকে না কোরআনে করীমে হালাল বা হারাম বলেছে, না হাদীসে পাকে, অর্থাৎ যার আলোচনাই কোথাও নেই, তা হালাল। এ বিষয়ে “মিরকাত”^১ এবং “আশিয়াতুল লুমআত”^২ ও “লুমআত”^৩ এ রয়েছে: এই হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেলো, মূলতঃ তা মুবাহ অর্থাৎ যেসম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে নিরবতা রয়েছে, তা হালাল। আম, মালটা (কমলা লেবু) এমনিভাবে পোলাও, জর্দা, ফিরনী এভাবে সুতি কাপড়, মসলিন কাপড়। অনুরূপভাবে মিলাদ শরীফ ও ফাতেহার শিরনী সব কিছু হালাল, কেন? এই জন্য যে, তা কোরআন ও হাদীসে হারাম করা হয়নি, এটাই ইসলামের স্পষ্ট বিধান। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)

১. মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, ৪২২৮ নং হাদীসের পাদটিকা।
২. আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা।
৩. লুমআতুত তানকিহ, ৭ম খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা, ৪২২৮ নং হাদীসের পাদটিকা।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্‌বুর রাজ্জাক)

মূলতঃ তা মুবাহ

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা রঈসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: মূলতঃ তা মুবাহ অর্থাৎ যে আমল করা বা বর্জন করাতে শরয়ীভাবে কোন বাধাবাধকতা পাওয়া যায় না, তা শরয়ীভাবে মুবাহ ও জায়য। (উসুলুর রিশাদ, ৯৯ পৃষ্ঠা) (এই বিষয় “মূলতঃ তা মুবাহ” এর বিস্তারিত “উসুলুর রিশাদ” ৯৯-১১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করুন)

দ্বীনে নতুন উত্তম পদ্ধতি বের করার হাদীসে অনুমতি

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর চরণগুলো পাঠ করা ও শুনান দ্বারা মানুষের মনে আঘাতের সৃষ্টি হয়, রমযানুল মোবারকের গুরুত্ব অন্তরে ফুটে উঠে, নিজের অলসতা স্মরণ হয় এবং গুনাহ থেকে তাওবা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, সুতরাং তা একটি উন্নত পদ্ধতি। নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে (ইসলামে) উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করতে থাকার জন্য স্বয়ং হাদীসে পাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: যে কেউ ইসলামে উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করে, তার পর সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা হয়েছে তবে সেই পদ্ধতির উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব ঐ ব্যক্তিরও (প্রচলনকারীর) অর্জিত হবে এবং তাদের (আমলকারীদের) সাওয়াবে কোনরূপ কম হবে না আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ পদ্ধতির প্রচলন করলো তার পর সেই পদ্ধতির উপর আমল করা হয়েছে তবে সেই পদ্ধতির উপর আমলকারীর ন্যায় গুনাহ তারও (প্রচলনকারীর) অর্জিত হবে এবং তাদের (আমলকারী) গুনাহে রূপ কম হবে না। (মুসলিম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০১৭)

আশিকানে মাহে রমযাঁ রো রহে হে ফুট কর,

দিল বড়া বে চেইন হে আফসুরদা রুহ ও জান হে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দাসতানে গম সুনায়েঁ কিস কো জা'কর আহ! হাম,

ইয়া রাসূলান্নাহ! দেখো চল দিয়া রমযান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা” শ্রবনে তাওবা ও নেকীর প্রেরণা অর্জিত হয়

খলিফায়ে আ'লা হযরত, মুফাসসীরে কোরআন, তাফসীরে খায়য়িনুল ইরফান প্রণেতা, সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকটও “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যার উত্তর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এতোই সুন্দরভাবে দিয়েছেন যে, এর এক একটি শব্দ যেনো উম্মতের জন্য কল্যাণময়, নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা, মুসলমানদের সংশোধন ও সফলতা এবং ইসলামী বিধানাবলীর প্রজ্ঞা সম্বলিত, সেই প্রশ্নোত্তরের কিছু উদ্ধৃতির সারমর্ম সহ পর্যবেক্ষণ করুন: **প্রশ্ন:** রমযানুল মোবারকের শেষ জুমায় খুতবাতুল ওয়াদা পড়া হয়, যাতে রমযানুল মোবারকের ফযীলত ও বরকতের বর্ণনা হয়ে থাকে এবং এই মোবারক মাসের বিদায় ও এরূপ বরকতময় মাসে নেকী এবং কল্যাণের ভান্ডার জমা করতে না পারার কারণে বেদনা ও আফসোস এবং ভবিষ্যতের জন্য মানুষদের উত্তম আমলের উৎসাহ ও অবশিষ্ট রমযানের দিনগুলোতে অধিকহারে ইবাদতের আগ্রহ দেয়া হয়, মুসলমানরা এই খুতবা শুনে খুবই কান্না করে এবং গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার করে আর ভবিষ্যতের জন্য নেকী করার প্রতিশ্রুতি করে। আলোচ্য কথা বিষয়গুলো কি জায়িয়, নাকি নয়? কেননা কিছু লোকেরা “আল ওয়াদা” পাঠ করাকে নিষেধ করে থাকে।

উত্তর: সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই খুতবা দেয়া থেকে নিষেধকারীদের আপত্তির উত্তর দিলেন, যেমনটি তার বক্তব্যের সারাংশ হলো যে: এই নিষেধকারীদের



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নিকট নিষেধাজ্ঞার কোন শরয়ী দলীল নেই এবং তারা না কোন একটি হাদীস বা ফিকহী ইবারত এর নাজায়িয হওয়ার স্বপক্ষে উপস্থাপন করতে পারবে। কিন্তু এসব লোকদের পদ্ধতিই এমন যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত মত এবং ধারণাকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং নিজের ধারণায় যা ইচ্ছা তা নাজায়িয করে দেয়! তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “খুতবাতুল ওয়াদা” কেন নাজায়িয হয়ে গেলো? খুতবায় যা শরীয়াত যে বিষয়গুলো চায়, তার মধ্যে কোনটি এতে নাই? বা কোন নিষিদ্ধ কাজটি (অর্থাৎ এমন কাজ যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে তা) এতে রয়েছে? অনুস্মারক (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় যা দ্বারা মুসলমানদের নসীহত হয়) খুতবার সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত। রমযানুল মোবারকের অতিবাহিত হওয়া দিনগুলোতে উত্তম আমল (অর্থাৎ নেকী) করতে না পারার প্রতি বেদনা ও আফসোস এবং বরকতময় দিনগুলো উদাসীনতায় অতিবাহিত করাতে উদ্বেগ ও হতাশা এবং (এই মোবারক) মাসের বিদায়ের সময় নিজের পূর্ববর্তী ভুলত্রান্তিগুলোর (অর্থাৎ অতিবাহিত হওয়া অলসতাসমূহ) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা ও মুসলমানদেরকে নেকীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এটি খুবই উত্তম পদ্ধতি এবং এতে (“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর পদ্ধতিতে) খুবই উপকারী ও সহায়ক উপদেশ রয়েছে, এর এই প্রভাব হয় যে, লোকেরা অধিকহারে কান্না করে এবং তাদের তাওবা করা নসীব হয়, আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ভবিষ্যতে নেক আমল করার দৃঢ় সংকল্প করে। এই ওয়াজ ও নসীহতকে ফুকাহারা সুন্নাত বলেছেন। ফতোওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে: (عَاشِرُهَا) الْعِظَةُ وَالنَّذِيرُ: অর্থাৎ “খুতবার দশম সুন্নাত হলো, ওয়াজ ও নসীহত (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত)।” (ফতোওয়ায়ে সদরুল আফযিল, ৪৬৬-৪৮২ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

সদরুল আফযিল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফতোওয়া থেকে অর্জিত ৯টি মাদানী ফুল

❁ রমযানুল মোবারকের শেষ দিনগুলোতে “আল ওয়াদা” পাঠ করা ও শুনাতে নেকী করতে না পারার দুঃখ ও আফসোস হয়ে থাকে, যা খুবই পছন্দনীয় কাজ এবং ❁ “আল ওয়াদা” রমযান শরীফের মোবারক দিনগুলোকে উদাসীনভাবে অতিবাহিত করাতে অনুতপ্ত হওয়ার একটি উপায় ❁ এতে অতিবাহিত হওয়া অলসতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতে নেকী করার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং ❁ এই “আল ওয়াদা” মুসলমানদের অন্তরে নেকীর আত্মহ ও লালসা সৃষ্টি করার একটি উত্তম উপায় ❁ এই পদ্ধতিতে “আল ওয়াদা”য় খুবই উপকারী উপদেশ অর্জিত হয় ❁ “আল ওয়াদা” দ্বারা সত্যিকার তাওবা নসীব হয় (দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে তো একেবারে প্রকাশ্য বরং স্বয়ং অংশগ্রহণ করে এর বরকত পর্যবেক্ষণ করতে পারেন) এবং আল্লাহ তায়ালা দরবারে কান্না করা নসীব হয় ❁ “আল ওয়াদার” কারণে লোকেরা আল্লাহ তায়ালা দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে ❁ “আল ওয়াদার” বরকতে মুসলমানের একটি বড় অংশ ভবিষ্যতে নেকী করার দৃঢ় সংকল্প করে নেয় (এবং الْحَسْبُ لِلَّهِ وَعَزْوَجَلَّ অনেক সৌভাগ্যবানের এই নিয়তের উপর স্থায়িত্বও অর্জিত হয়ে যায়) ❁ জুমার খুতবায় ওয়াজ নসীহত করা সুন্নাত এবং খুতবায় “আল ওয়াদা” পাঠ করা এই সুন্নাতের উপর আমল করার একটি মাধ্যম (অর্থাৎ বর্তমান রূপ যদিও সুন্নাত নয় কিন্তু এর মূল প্রমাণিত যে, ওয়াজ ও নসীহত এবং ওয়াজ ও নসীহত করা সুন্নাত)।

মনে রাখবেন! সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযি়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খুতবায় জুমার ফতোওয়াটি “আল ওয়াদা” পাঠ করা সম্পর্কিত, কিন্তু “আল ওয়াদা” পাঠ করা ও শুনার যে বরকত বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই খুতবা ছাড়াও আখিরী জুমার নামাযের পর সালাত ও সালামের সময় এবং অনুরূপভাবে রমযান শরীফের শেষ দিনগুলোতে আসরের নামাযের পর বা অন্য যেকোন সময় পাঠ করা ও শুনাতেও অর্জিত হয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

খুতাবে ইলমীতে “আল ওয়াদা”র পঙতি

কোন এক যুগে ভারতে অধিকহারে পাঠকৃত খুতবার কিতাব “খুতাবে ইলমী”তে খুবই আবেগের সহিত রমযানুল মোবারক মাসকে “আল ওয়াদা” বলা হয়েছে। আমার আকা, আ’লা হযরত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** “খুতাবে ইলমী”র রচয়িতার প্রশংসা এভাবে বর্ণনা করেন: “মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ইলমী বেরলভী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** সঠিক আকিদার সুন্নি এবং ওয়াজ ও নসীহতকারী আর **হযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রশংসাকারী ও আমার দাদাজান হযরত মাওলানা রযা আলী খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর শাগরেদ ছিলেন।” (ফতোওয়ারে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ইলমী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তাঁর খুতবা সমষ্টি “খুতাবে ইলমী”তে জুমাতুল বিদায় খুতবায় রমযানুল মোবারককে “আল ওয়াদা” বলতে গিয়ে লিখেন: **الْوَدَاعُ الْوَدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ۔** (অর্থাৎ বিদায় বিদায় হে মাহে রমযান! (হে লোকেরা!) এই মাস শেষ হওয়াতে দুঃখ ও আফসোস করো! বিদায় বিদায় হে মাহে রমযান!) তিনি তাঁর এই কিতাবে উর্দুতেও “আল ওয়াদা”র কালাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এই কালাম থেকে ১২টি চরণ উপস্থাপন করছি, আপনিও পড়ুন এবং সম্ভব হলে রমযানের বিরহে অশ্রু প্রবাহিত করুন:

আফসোস তু রুখচত হুয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

আফসোস তু রুখচত হুয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
মুদত সে খে হাম মুনতাবির, শুকরে খোদা আ’য়া তু ফির
দোযখ কে আন্দর বিল একিঁ, থা কয়েদ শয়তানে লায়িন
পড়তা থা সুন্নাত কোয়ি জব, ইয়া কোয়ি পড়তা মুস্তাহাব
জু ফরয আ’দা ভুখ মে কারে, আজর ইস কো সত্তর কা মিলে
আচি রোযাদার পর, পৌঁছে গি জব নারে সাকার
আ’ব কুহ হে পেশে নয়র, আ’খৌ মে আশক আ’তে হে ভর

রো রো কে দিল নে ইয়ুঁ কাহা: মাহে মোবারক আল ওয়াদা
পর হায়ফ জলদী চল দিয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
মুমিন আযাবৌ সে বাঁচা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
পা’তা সাওয়াব ইক আজর কা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
থা ইয়ুমনে ও রহমত সে ভরা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
বন কর সিপর লে গা, বাঁচা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
করতা হে দিল আহ ওয়া বুকা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

তু মাহে, ইস্তিগফার কা, অউর তাআ'তে গাফফার কা
গর যি'সত হে ফির পা'য়েঙ্গে, ওয়ারনা বহত পচতায়ঙ্গে
রুখচত সে হে দিল পুর আলাম, ফুরকত সে জাঁ পর সখত গম
তা'রিফ কিয়া কোয়ি করে, খালি নেহী হে ফযল সে

ইলমী না কি কুছ বন্দেগী, আয বস কেহ হে শরমন্দেগী
ওয়া হাসরাতা ওয়া হাসরাতা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

কুছ ভি না হাম সে হো সাকা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
তু আ'ব হে রুখচত হো চলা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
শিদদ সে হে রঞ্জ ও আনা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
রোয অউর শব সুবহে ও মাসা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

শব্দার্থ: হায়ফ- আফসোস। ইয়মান- বরকত। নারে সাকার- দোষখের আশুন। সিপরা- ঢাল। আহ ও
বুকা- কান্নাকাটি। যি'সাত- জীবন। পুর আলাম- দুঃখিত। ফুরকত- বিচ্ছেদ। আনা- দুঃখ। মাসা- রাত,
সন্ধ্যা। আয বস- পরিণতি।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

খুতবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

“বাহারে শরীয়াতে” বর্ণিত রয়েছে: অনারবীতে খুতবা পাঠ করা বা আরবীর সাথে অন্য ভাষা খুতবায় মিলানো খেলাফে সূন্নাতে মুতাওয়্যারেশা (অর্থাৎ সর্বদা প্রচলিত হয়ে আসা সূন্নাতের বিপরীত)। অনুরূপভাবে খুতবায় পঙতি পাঠ করাও উচিত নয়, যদিওবা আরবীতেই হোক না কেন, তবে হ্যাঁ, দু'একটি নসীহত মূলক পঙতি পাঠ করাতে সমস্যা নাই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৬৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং উর্দুতে বা যেকোন ভাষায় “আল ওয়াদা” বা যেকোন কালাম পড়তে হলে তা খুতবার পূর্বে বা নামাযের পড়েই পাঠ করা উচিত।

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর বাহার

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে সাধারণ ছেলেদের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতো, নামাযের নিয়মানুবর্তীতার কোন মানসিকতা ছিলো না, না ছিলো ইসলামী পোষাকের কোন ব্যবস্থা। অলসতায় জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হচ্ছিলো। ১৯৯৯ সালে সে মেট্রিক পরীক্ষা দিলো, এরপর স্কুল ছুটি হয়ে গেলো, তখনই “শবে বরাত” এর আগমন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

হলো এবং তার নিজের এলাকা “ডালমিয়া” এর নিকটেই “কানযুল ঈমান মসজিদ” নির্মান হচ্ছিলো, সেখানে মাগরীবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতে পর শাবানুল মুয়াযযমের ছয় রাকাত নফল নামায পড়ানো হলো, অতঃপর রমযানুল মোবারক মাসে এই নির্মিতব্য মসজিদে তার “দা’ওয়াতে ইসলামী”র পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্মিলিত ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্যও নসীব হলো, এই ইতিকাফের বরকতে অনেক ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হলো এবং শেষ দিনে রমযান মাসের বিদায় মুহুর্তে “আল ওয়াদা” পাঠ করা হলো, তখন আশিকানে রাসূলের মাঝে ভাবাবেশ পূর্ণ পরিবেগ বিরাজ করছিলো, তার মাঝেও ভাবাবেগের প্রভাব ছিলো এবং সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কান্না করলো, এমনকি ইসলামী ভাইয়েরা তাকে খাবার খাওয়ানোর জন্য বসালো কিন্তু তার কান্নার রেশ অব্যাহত ছিলো। অতঃপর তার পাগড়ী শরীফ সাজানোর সৌভাগ্য হলো। সেই থেকে আর আজ পর্যন্ত (লিখা লেখা পর্যন্ত) সে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত, অনেক মাদানী কাফেলায় সফর এবং মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফের তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্যও নসীব হয়, বর্তমানে (এই লিখা লেখাবস্থায়) ১৪৩৮ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জবের ৪ তারিখে চার বছর যাবত মসজিদের ইমামতির পদে বহাল রয়েছে। জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে মুহাম্মদী গুলশান মুয়াম্মরে (করাচী) গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষকতা করছে। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার তিনবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায “ফয়যানে মদীনা”য় সম্মিলিত ইতিকাফের সৌভাগ্যও নসীব হয়েছে। তাছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ (দা’ওয়াতে ইসলামী) এর ডিভিশন পর্যায়ের যিম্মাদার হিসেবেও বহাল আছে।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আত্মাহু তায়ালার সম্ভটির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন।
 ※ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ※ প্রতিদিন “ফিক্কে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্বাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আযাত মাদানী উদ্দেশ্য: “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য “মাদানী কাফেলায়” সফর করতে হবে। إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
 ফরযানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েরদাবাল, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
 কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিট্টা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৩৫৮৯
 ফরযানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়লপুর, শীলফমারী। মোবাইল: ০১৭২২৬০৪০৬২
 E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bditarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net